রণজিৎ চৌধুরী..... যেমন দেখেছি

পঙ্কজ কুমার রায় চৌধুরী, ১১ই জুলাই ২০২০

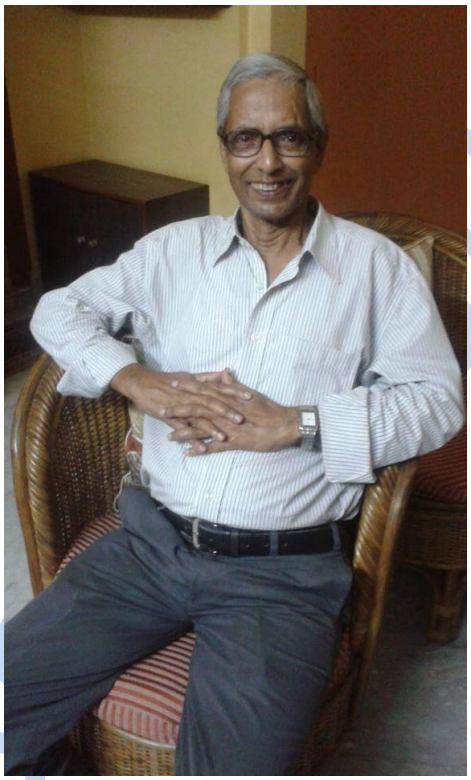

সদাহাস্যময়, শান্ত, সমাহিত এক ব্যক্তিত্ব, চিত্তরঞ্জন লেনের যুগশক্তি প্রেসের সামনের ঘরে বসে একমনে হয়তো লিখে চলছেন, আমরা অসময়ে গিয়ে উপস্থিত। একটু বিরক্ত না হয়ে বলতেন "লাল চা খাও, তোমরা খেলে আমিও খাবো।" হাতে হয়তো আধ জ্বলা চারমিনার।

তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক শুরু হয় থেকে, গণবিজ্ঞান সংসদের জন্মলগ্ন থেকে, আমি পারিবারিক সম্পর্কের জন্য তাঁকে রঞ্জুকাকু বলে ডাকতাম। শম্ভুসাগর পার্কের পাশে অবস্থিত ভারতী প্রেসে যুগশক্তি পত্রিকার কার্যালয় ছিল প্রথমে, করিমগঞ্জ তথা বরাক উপত্যকার অনেক ইতিহাসের সাক্ষী ও আঁতুরঘর। আমরা সময় পেলেই তাঁর কাছ থেকে এসব জানতে চেষ্টা করতাম। রঞ্জুকাকু একটু বিরক্ত না হয়ে পুরোনো বই পত্র ঘেঁটে আমাদের সামনে সেই অতীত জীবন্ত করে তুলতেন। খুব সহজ ও মনোগ্রাহী ছিল তাঁর বলার ভঙ্গীমা।

আমি, পবিত্রদা, রজতদা আর বিজনদা, আমাদের চারজনের ছিল প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে উপস্থিতি। প্রেসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে রঞ্জুকাকুর আড্ডা চলতো, সাথে এসে বসতেন তাঁর ভাই সমরজিৎ চৌধুরী, কখনও কখনও অরিজিৎ চৌধুরী আর বেশিরভাগ সন্ধ্যায় ই আমরা পেয়ে যেতাম সুজিৎ চৌধুরী মহাশয়কে, কত পুরোনো দিনের কথা, কত সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন মনে হতো কত কাছের, কত সহজ।

অগ্রজ ও জ্ঞানীর প্রতি রঞ্জুকাকুর অপরিসীম শ্রদ্ধা দেখে জীবনবোধ তৈরী হয়েছে আমাদের মধ্যে। সত্যি করে বলতে গেলে সেই সন্ধ্যা গুলো আমাদের তৈরী করেছে। সুজিতকাকুর স্নেহভরা প্রশয়ে আমরা নির্ভয়ে তর্কে মেতে উঠতাম। বিরক্ত না হয়ে তাঁরা আমাদের মতামত শুনতেন, প্রয়োজনে যুক্তিদিয়ে শুধরে দিতেন। মাঝেমধ্যে বিজনদা, রজতদা আর পবিত্রদা কিছুক্ষনের জন্য হাঁটতে চলে যেত, রঞ্জুকাকু আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে আবার একটা চারমিনার ধরিয়ে নিতেন।

ব্যক্তি রণজিৎ চৌধুরীর মধ্যে আমি দেখেছি এক আপোষহীন, হার না মানা মানসিকতা, অতি অল্পে সন্তুষ্ট জীবনদর্শন। এই মানসিকতার জোরেই অনেক অনেক বিলাস বহুল চাকুরী ছেড়ে যুগশক্তি পত্রিকার হাল ধরেন, সেই সাথে তিনি The Sentinel পত্রিকার সাথেও যুক্ত ছিলেন।

করিমগঞ্জ এর বিখ্যাত "" এর সাথেও তিনি জড়িয়ে ছিলেন। এ আমি থাকলেও তাঁর সাথে আমার সত্যিকার অর্থে যোগাযোগ শুরু হয় যখন আমরা ক'জন মিলে এ এক বিকেলে গণবিজ্ঞান সংসদের জন্ম দিই, যার মূল চালিকাশক্তি ছিলেন রণজিৎ চৌধুরী মহাশয়।

সত্যিকার অর্থে একজন মুক্তমনা মানুষ ছিলেন তিনি, যে সত্যকে সত্য বলেই মানতেন, সেই সাথে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে ছিল তাঁর স্বচ্ছ ধারণা যা কখনোই কোনো শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল না।

সেইসময় গণবিজ্ঞান আন্দোলনে স্কুল কলেজের অনেক ছেলে মেয়েরা যুক্ত হয়েছিল, অবাক হয়ে দেখতাম কত সহজ ভাবে তিনি ওদের আপন করে নিতেন। আমরা একটা গ্রন্থাগারও তৈরী করেছিলাম তাঁর আগ্রহে, তিনি সবাইকে উৎসাহ দিতেন বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতে। অনেকগুলো "মুখোমুখি 'অনুষ্ঠান আমরা করেছি সারা বরাক উপত্যকা জুড়ে। সেইসব অনুষ্ঠানে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আজও মনে পড়ে, যদিও মঞ্চে আসতে তাঁর ছিল প্রচন্ড অনীহা। নীরবে নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া এত নিঃস্বার্থ মানুষ সত্যি বিরল। গণবিজ্ঞান থেকে আমরা মাসিক পত্রিকা বের করতাম, এরজন্য তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি ভাবলে অবাক হই। সঠিক বানান এর প্রতি ছিল তাঁর প্রচন্ড দুর্বলতা, আমরাও জানলাম বাংলা বানানের বিভিন্ন প্রামাণ্য রীতি। কিভাবে প্রুফ দেখতে হয় সেটাও আমরা শিখেছি সেই সময় তাঁর কাছে।

থেকে ...অনেকটা সময়। পেশাগত কারণে আমরা অনেকেই করিমগঞ্জ এর বাইরে। তখন আবারও রণজিৎ চৌধুরীর যুক্তিবাদী মন আমাদের ডেকে বললো এবার থামতে হবে, অন্য কেউ আসবে দায়িত্ব নেবার জন্য। থেমে গেলো আমাদের 'গণবিজ্ঞান সংসদ ', আমরা অনেকেই একটু দোটানায় ছিলাম কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত বিচলিত না হয়ে কিভাবে নিতে হয় আবারও শিখলাম। আমাদের যোগাযোগ তারপরও ছিল অব্যাহত। আমি যদিও করিমগঞ্জ এর বাইরে ছিলাম কিন্তু করিমগঞ্জ গেলেই মন টানতো কখন রঞ্জুকাকুর ওখানে যাবো।

পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি তারপর কলকাতায় চলে গেলেও বেশ ক'বার দেখা করেছি তাঁর সন্তোষপুর ফ্লাট-এ গিয়ে, কি খুশী হতেন যাবার পর। তবুও আজ মনে হয় যদি আরও বেশি যেতাম, আরও একটু বেশী সময় থাকতাম, তবে নিজেই আরও ঋদ্ধ হতাম। এ আফসোস আমার সারাজীবন থাকবে। ব্যাক্তি রঞ্জুকাকু আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে আছেন।

আমি না থাকলেও তিনি মাঝেমধ্যে আমার বাড়িতে যেতেন, সবার সাথে গল্প করতেন, সবাই বিশেষ করে বাড়ির বাচ্চারা তাঁকে কাছে পেয়ে খুব খুশী হত। তাঁদের সাথে যে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল তিনি সেটা সবসময় মনে রাখতেন। পারিবারিক মূল্যবোধ, অন্যায়ের সাথে আপোষ না করা, সহজ সাবলীল জীবনদর্শন এই নিয়ে ছিলেন আমাদের সবার প্রিয় রণজিৎ চৌধুরী। যার সঠিক মূল্যায়ন আমরা, করিমগঞ্জবাসী, হয়তো করতে পারিনি, এ আফসোস নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে।

প্রণাম রঞ্জুকাকু ...